উৎসর্গ

পরমারাধ্য

পিতৃদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে

"তুমিই আমার স্বর্গ পিতা, তুমিই আমার দেবতা গো,
দাও চরণের পুণ্য ধূলি, নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য।"

ইতি
তোমার স্নেহের
নিতাই

ভূমিকা

সুসাহিত্যিক শ্রীনিত্যানন্দ কর্ম্মকার মহাশয় একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং আমাকে তার একটী ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন। নিজের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা সত্ত্বেও তাই এই নিবেদন।

সাহিত্য মানবচিত্তের অভিব্যক্তি। প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিত্বের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারলেই তবে তার মানসক্ষেত্রে কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। কবির ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনা নিয়ে তার যে ক্ষুদ্র জগতটী গড়ে ওঠে, তা কবিকে ধরে রাখতে পারেনা। কবি সমগ্রতার মধ্যে যখন আপনাকে হারিয়ে ফেলেন তখন তাঁর চিত্ত কমল শত দলে বিকশিত হয়ে সমগ্র দেশ ও জাতির মধ্যে তার সুষমা, তার সুবাস, তার সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে দেয়। কবি-মনের অভিব্যক্তি দেশ বা কালের সীমায় আবদ্ধ থাকে না। সে চিরন্তন।

কাব্য রচনায় রসের উৎপত্তি কেমন করে হয়, কবির প্রাণের কোন্ নিগুঢ় নিয়মের বশে কাব্য সৃষ্টি হয়, তা যেমন রসের ধারণা বা রসতত্ত্ব থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়না, তেমনি কবির যে প্রাণ ধর্ম্ম সৃষ্টি করে, সেই প্রাণধর্ম্মের লক্ষণগুলির ওপরে রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়না।

ভাব কবির প্রাণে সঞ্চারিত হলে তবেই রূপময় হয়ে ওঠে। এই প্রাণই কবিধর্ম্মের তথা জীবনধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেখানে যত কিছু সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার রস যতই গভীর, উদার ও সার্ব্বজনীন হোক্—যে রূপ হতে সেই রসের উৎপত্তি হয়, তা কবির প্রাণেরই রূপ, অর্থাৎ তাতে যে বর্ণ আছে, তা ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় রক্তের আভা, তাতে আলোছায়ার যে রেখাপাত হয় তা ব্যক্তি বিশেষের আনন্দবেদনার হাসি ও অশ্রুতে জড়িত।

যে রূপ রস আনন্দ পিপাসা কবি-প্রকৃতির লক্ষণ, যার বশে কবির ভাব রূপময় হয়ে ওঠে, নির্ব্বিশেষ বিশেষে পরিণত হয়—কবির সেই কবিধর্ম্ম, সেই প্রাণ সাহিত্যের প্রাণ সৃষ্টি করে।

আর সৃষ্টি সুষমার যে সুরসঙ্গতি তা কবিচিত্তে নানারূপে সঞ্চারিত হয়। সৃষ্টির যাবতীয় রূপের যে বাঙ্ময়ী সুষমা, তাই কাব্যকলা। ধ্বনি ও অর্থ কবি এই

উভয়ের ওপরই তাঁর সৃজনীশক্তির বা শিল্প কৌশল প্রয়োগ করেন। ছন্দধ্বনি এবং কল্পনা অর্থের লাবণ্যবৃদ্ধি করে। শ্রীনিত্যানন্দ কর্ম্মকার মহাশয়ের কবিতাগুলিতে ছন্দ ও কল্পনা উভয়ই সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

আজ দেশে দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নেই। কিন্তু এই অভাব অভিযোগের মধ্যেও কবির বীণার মধুর ঝঙ্কারের বিরাম নেই। সে বীণা চিরদিনই বাজবে—আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতাণি জায়ন্তে। কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হবেনা। Truth is beauty, beauty truth! পৃথিবীর নানা দুঃখ দুর্দ্দশা অভাব অভিযোগের উপরও এই সুর বাজবে—গভীর সমুদ্রের সঙ্গে, গহন অরণ্যানীর সঙ্গে, বিশাল পর্ব্বতের সঙ্গে, আকাশের আলোকবীণার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজবে।

৬এ, রাধানাথ মল্লিক লেন
কলিকাতা
১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৫৬

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থকারের নিবেদন

'রক্ত-লেখা' বইখানির সম্বন্ধে নূতন করে আমার আর কিছু বল্‌বার আছে বলে আমি মনে করিনা। এ সম্বন্ধে অগ্রজোপম সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যা বলেছেন, তাই যথেষ্ট। জানিনা অমার মত নগণ্যের সৃষ্টি তাঁর কাছে এতটা ভালো লেগেছে কেন? তবে রচনা সম্বন্ধে এইটুকুই হয়তো বলা আমার পক্ষে সম্ভব যে, শুধু কবি হবার দুরাশায় কষ্টে সৃষ্ট কথার বাঁধুনি এ নয়, এর সবটুকুই অন্তরের অনিরোধ ভাব-ব্যঞ্জনা। কারণ যাই হোক, শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে এজন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

পুস্তকে সন্নিবেশিত কবিতাগুলির অধিকাংশের রচনাকাল দশ থেকে পনেরো বছর আগে। 'সুদূর', 'রক্ত-লেখা', 'তর্পণ', 'দুর্ভাগ্য', 'আমার কবিতা', 'শূন্য পথে' প্রভৃতি কবিতা তৎসাময়িক 'দেশ', 'মিলন-বাণী', 'তপোবন' প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

যদিও গতানুগতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের প্রগতিশীল ছন্দ ও ভাবধারা থেকে এর গতি ভিন্ন, তথাপি অন্তরের ক্ষেত্রে এর সনির্বন্ধ আবেদন হয়তো অনেককেই স্পর্শ করবে, আর সেইটুকুই অক্ষমের আন্তরিক কামনা। ইতি

কাঁচরাপাড়া
আশ্বিন, ১৩৫৬

বিনীত
গ্রন্থকার

লেখ-সূচী

—:০:—

*রক্ত-লেখা

আজ এতদিন পরে,
কাহার বাণীটী জানালে হে মধু,
রক্ত-লেখায় ভ'রে ?

শোকের অশ্রু মুছায়ে আজি এ
অশোকের ছায়ালটে,
বি-শোকের বাণী দোলায়ে রাঙালে
অলস জীবন তটে !

আজ, মন্দার-শাখে যে উৎসর্গ জাগে
তাহারে কুড়ায়ে নিতে
মরমে মরমে কাহার নূপুর
বাজে দিন রজনীতে ;

ফুলে ফুলে আজ প্রকৃতি লেখায়
সারাটী ধরণী ভরি
কাহার গোপন মিশেছে রক্ত
তুলিতে পাগল করি !

সেদিন কোকিল ডাকিয়া গিয়াছে
ঘুমানো কুসুম বাগে ;
চকিতে জাগিয়া আমার ভ্রমর
ছড়ায়ে গিয়াছে আগে

নিমেষে ধরারি মাঝে, জানে না সে
কাহার সুরের পানে,
জানি না আজিও পেয়েছে সে কি না
তাহার মরম গানে।

জানি শুধু তার ঘুমানোর কাজে
গহীন অন্তর মাঝে

সাধিয়াছে তার কুঁড়ির কুসুমে
সারাটী সকাল সাঁঝে

গাঁথিয়াছে মালা সে ফুলে স্বপনে
বাঁধিয়া হিয়ার ডোর,

বাঁধিবে সে বাঁধে কাহারে অবাধে !—
স্বপন হয়েছে ভোর ;

বাঁধিতে কাহারে আপনারে ডোরে
জড়ায়ে জড়ায়ে নিজে

আপনার মাঝে আপনি মরেছে,
ঘুম তার ভাঙেনি যে !

জানি তার মাঝে আপনা লুকায়ে
রচিয়াছে সে যে গান,

সে গানে সে সুরে আপনার পুরে
হরিয়াছে তার প্রাণ ;

শুধু হাত হতে খসিয়া পড়েছে
তাহার বরণ মালা,

আপনার মাঝে হারায়ে গিয়াছে
মরম গানের ডালা ;

যেদিন কোকিল গেয়ে গেছে তার
শিয়রে আপন মনে,

সে গেছে সে গেছে তারি পাছে পাছে
সে গানের অন্বেষণে ;—

হারায়েছে যাহা পায়নিত তাহা,
শুধুই বিলায়ে গেছে।

আজ জাগালে গো অশোকের ফুলে
সে বাণী আপনি যেচে ;—

রক্ত-লেখা

আজ এসেছে সে মোহন স্বরূপে
আমার গোপন দোরে,
বিছায়ে সারাটী সুরের আঁচল
এ ভরা সবুজ' পরে।

আজ কি পাইবে বল বল বঁধু,
আমার ভ্রমর-মন
ফিরিয়া আসিয়া তাহারে নিচয়—
তারি সে সাধন-ধন !

নতুবা হে সখা, যে গেছে সে যাক্,
তাহে কোন ক্ষতি নাই,
যাব আমি যাব, সকলি হারাব,
যদি বা সে-গান পাই।

আজি ও হৃদয় রক্ত-লেখার
বাণীরে আঁকড়ি প্রাণ,
ডুবে যাবে ওগো ডুবিবে অতলে
পিয়াসায় আনচান্ !

তারও মাঝে আজ বড় সাধনার
যদি সে স্বপন জাগে,
জীবন জাগিবে মরণের পাছে
নবীনের অনুরাগে !

—:০:—

*মিলন-বাণী" রচনা প্রতিযোগীতায় প্রথম পুরস্কার (রৌপ্য পদক) প্রাপ্ত।

সুদূর

ওগো সুদূর, ওগো বিপুল সুদূর,
অন্ধ তব দূরত্বের আড়াল করিয়া
নাহি জানি কেন মোরে সবটুকু মোর
চিরদিন রাখ ওগো রহস্যে ঢাকিয়া !
আমি, বুঝিতে পারি না মোর জীবনের সুর
কোথা হ'তে কোনখানে ছুটে চলে যায়,
অতীতের সাথে তার দূর ভবিষ্যের
কতটুকু র'য়ে যায় ছন্দ-সমন্বয় !
ভুলে গেছি একদিন জীবন প্রভাতে
অতীতের অবারিত বক্ষ' পরে বসি
গেয়েছিনু জগতের কোন্ গানখানি
কিবা অর্থ ভাষা তার মরম-পরশী ।
আজিকার এই দিনে স্পষ্ট বর্ত্তমানে
জীবনের বিচিত্রিত রঙীন লেখায়
ফুটিয়া উঠেছে মোর যেই ছবিখানি,
নাহি জানি ভবিষ্যের সুদূর সীমায়
দূরে—কতদূরে সেই মিলাইয়া যায় !
ওগো দূর, হে সুদূর, খুলে দাও তব
অন্ধতম রহস্যের ও কবাটখানি ;
মুক্ত হোক্, দীপ্ত হোক ছন্দ অভিনব ।
আজি এই অন্ধতায় আমার মাঝারে
বন্ধ হ'য়ে যেই সুর ফিরিছে কাঁদিয়া,
সুর হারা যেই গান প্রাণের অকূলে
ব্যর্থতায় আপনারে মরিছে খুঁজিয়া,
তাদেরে লইতে দাও আপন প্রয়াসে
খুঁজে নিতে জীবনের ক্ষুদ্র সার্থকতা ;
আজি এই দুর্দ্দিনে মুক্তির আলোকে
ম'রে যাক্ জীবনের নিষ্ঠুর ব্যর্থতা !

—:০:—

গোপন সাথী

স্মরণ-পারের হে মোর প্রিয়া,
তোমার মাঝেই রইনু ডুবে ;
দরশ-হারা এ মোর নয়ন
ধেয়ান-রত চুপে চুপে ।

মন যে তোমায় হলো হারা
ভেঙে বুকের গহীন্ কারা,
তৃপ্তি-হারা এ হিয়া মোর
তোমার বুকেই চায় মিশাতে ;
তোমার পায়ে এ মোর পরাণ
চায় মরিতে ফাগুণ-রাতে !

এই জীবনে পাইনি দেখা
তোমায় আমি নয়ন দিয়ে,
গন্ধ শুধু পাই সুদূরে
দখিন হাওয়ার আঁচল ছুঁয়ে ;
মধু-রাতের মর্ম্মবাণী
কণ্ঠে তোমার ডাক্‌লো জানি,
সবুজ-রাঙা স্বপন' পরে
তোমার স্বরূপ মূর্ত্তি জাগে ;
আছ তুমি আছ প্রিয়া
মুগ্ধ প্রাণের অনুরাগে !

ভুল করেছি যেদিন আমি
ধরার দু'টী গোলাপ ফুলে,
সেদিন হতে বুঝেছি গো
হারিয়ে গেছি কোন্ অকূলে ;

রক্ত-লেখা

যেদিন দু'টী তারার আঁখি
মৌন ইসারাতে ডাকি
বনের নির্জন পানে আমায়
পথ ভুলালো পথের নেশায়,
সেদিন আমি বুঝিনু মোর
শূন্য হলো ধরার ভরায়!

হেম-আঁচলের তলে যেদিন
শ্যাম ললাটের সিঁদুর-মায়া
মোর নদীতে রক্ত মিশায়
ভুলি নিখিল আলোর ছায়া;—
সেদিন জানি হে মোর প্রিয়া,
গেলে আমার সকল নিয়া,
রইনু শুধু এ খাঁচা হায়
অভাবেরই পূর্ণ প্রতীক;—
জীবন ভরা নাজাই আমার
নাজাই আমার দশটী দিক্‌!

চাই আমি হায়, চাই যে আমি
চাওয়ার পালা নিছি সেধে;
ভুলের নেশায় বুকের মাঝে
ভিখের ঝুলি নিছি বেঁধে;
কাঙাল সেজে দোরে দোরে
বেড়াই আমি যাচন করে,
মনের মত মন মেলে না,
কথার মত একটী কথা:
বুকের মাঝে রুদ্ধ যে মোর
মধু-রাতের স্বপন-ব্যথা!

*

বুকের মাঝে রুদ্ধ যে মোর
তোমার আকুল কণ্ঠস্বর,
তোমার অরূপ মূর্ত্তি আমার
সরূপ সবুজ স্বপন' পর ;

তৃপ্তি-হারা তাই এ পরাণ—
বে-মিল বে-সুর গায় শুধু গান ;

মাতাল ভ্রমর পাতায় পাতায়
দোল দিয়ে যায় চুপে স'রে,
কিছুতে তার মন ধরে না
বস্‌তে নারে পরাণ ধ'রে !

কোথায় তুমি সাধের প্রিয়া
এস গো আজ নিঝুম ভাঙি,
তোমার গোপন লুকোচুরি
আজ্‌কে রাখ সিকেয় টাঙি ;

ঘর-ছাড়ার এ উদাস বুকে
আজ্‌কে তোমার পরশ-সুখে

সুর বেঁধে দাও পথটী চলার
গাইতে সে কোন্ ফুলের গান,
দুঃখে সুখে আজ তবু থাক্
তোমার মাঝেই মিশিয়ে প্রাণ !!

—ঃ০ঃ—

লক্ষ্য

আমি, জনম বেঁধেছি মরণের পায়ে
চলি ধীরে তারি সাথে ;
আমার প্রভাত তাই যেন নিতি
আসে সাঁঝ-আঙিনাতে !
এ পৃথিবী 'পরে কি যে আমি চাই
পরাণে খুঁজিয়া বুঝিতে না পাই,
শুধু চলি আমি চলার নেশায়
আসি যে রাতের দ্বারে,
আঁধারে আমার সে-গান ফুরায়
ঘুমনের পারাবারে ।

প্রভাতের পাখী আমার দুয়ারে
ছড়ায় গানের সুধা ;
সেই সুরে মোর জেগে ওঠে বুকে
অ-হেতু চলার ক্ষুধা ;
আমার সোনালী অরুণ সে যায়
মোর পথখানি দেখায়ে আমায়,
অস্তের কূলে নামায় তাহার
দিনের অবশ ভার,
জ্বলে ওঠে তার মৃত্যুর চিতা
সাজায়ে অন্ধকার !

*

ঊষায় হাসিয়া উঠিল যে-ফুল
কারার মুকুতি পেয়ে,
সারাদিন চলে আলোকে পুলকে
পরাণের গান গেয়ে ;
শুকালো তাহার মরমের মালা
এই পথ-পারে পেয়ে বড় জ্বালা,

রক্ত-লেখা

ঝরিল অভাগী পথের ধূলায়
হুতাশ লইয়া বুকে,
মিটিলনা তার প্রাণের পিয়াসা
অশেষ মিলন-সুখে।

*

এমনি আমার সে-সুর মিলায়
প্রভাতে বাঁধি যে সুর,
সন্ধ্যার কূলে আসি বেদনায়
হয়ে যায় ভরপুর ;
শুধু ওপারের নীলের আকাশ
রাঙিয়া ওঠে সে হইয়া উদাস,
তারপরে হোথা জাগিয়া ওঠে সে
কাজল প্রাসাদ খানি ;
আমি বুঝিনাক, চাহিয়া থাকি যে,
কি যে সে রহস্য না জানি

*

ওই আঁধারের পায়ে পায়ে যেন
নুপুর বাজে এ বুকে,
পরাণ মাতিয়া ওঠে যেন কার
স্বপনে ঘুমের সুখে ;
বুঝি যেন বুঝি—তার আমি তাই
আমার দুয়ারে আসে সে সদাই,
আমার প্রভাত তাই যেন আনে
নিতি এ-ই আঙিনাতে,
নিতি আঁখি মেলি ওপারে তাকাই
ভুলি কি-গানের সাথে।

*

জীবনের প্রতি নিমেষ মিলায়,
জমে সে তাহারি দ্বারে,—
তিলে তিলে তারই ভ'রে ওঠে বুক
আমারি রেণুর ভারে !

রক্ত-লেখা

আমারি প্রাণের রক্তে গোপন
এঁকে আছে তার সারাটী স্বপন,
মুছে যাবে যবে ধরা হ'তে মোর
হাওয়া-ই খেলার চিন্,
রাঙিয়া উঠিবে তারি বুকখানি
এ রঙে হইয়া লীন !

*

এমনি যেন গো সুর নিয়ে মোর
ক্ষণিকের আনা গোনা
চলেছে সুমুখে বহিয়া এ নদী
চিরদিন একমনা ;
জানি শুধু জানি একদিন তারে
পাব গো আমার আঁখির দুয়ারে,
সেদিন ঘুচিবে শত সংশয়
ভুলের আবাসখানি,
সকল ফেলিয়া বাসা নিব সেই
তারি মাঝে মোর জানি ।

*

আমার প্রভাত টানিবেনা মোরে
আঁধারের কাল গোরে ;
কুসুমের হাসি পড়িবেনা ঝরে
দিনের করুণ ওরে ;
সেদিন আমিই আমার ধরারে
ডুবাব আমার কাজল পাথারে,
শত কুসুমেরে ছিন্ন করিয়া
মিশাব আমার প্রাণে ;—
জনম রহিবে মরণের পায়ে
বিলীন মিলন গানে ! !

—:০:—

দুর্ভাগ্য

দ্বার খোল, খোল।
প্রভাত অরুণ দুয়ারের পথে
চলিছে দিগন্তে, চল।
ক্ষণপরে তব ওপারের খেয়া
ভীড়িবে কাজল ঘাটে,
খোল দ্বার খোল, তোলো তান তোলো ;
বিফলে এ দিন কাটে।

*

ফুটেছে তোমার মালার কুসুম
সোনালী বালার পেয়ে মধু-চুম্,
নিখিল দুয়ারে জাগায় তোমারে
মলয়-মরমী বায় ;
তোলো তোলো মুখ, পুষ্পিত সুখ
আজি যে বহিয়া যায় !

*

হের দরদিয়া বিজয়-লক্ষ্মী
লুটায় তোমার দোরে,
দীপ্ত উজ্জ্বল রাজার মুকুট
এনেছে তোমার তরে।
তোমার চণ্ড দণ্ডের বাহী
শাসিছে ধরণী সারাক্ষণ বাহি,
রিক্ত যে শ্যাম সিংহ-আসন
সুনীল ছত্রতলে ;—
খোল দ্বার খোল, ভাগ্য অচল
ব্যথায় ফিরিয়া চলে !

*

তোমার বেতস-কুঞ্জের ফাঁকে
চেয়ে দেখ ওই ধীরে—
প্রভাতের রবি নামিছে সভয়ে
বেদনা সাগর নীরে !
হের দিন তব ওই চলে যায়,
বিফল আশায় পুনঃ ফিরে চায়,
এখনও কি আর খুলিবেনা দ্বার
দেখিবে নিরালা চেয়ে ?
জন্ম তোমার মাগিছে বিদায়
তোমারে নিরাশে ছেয়ে !

*

"খোল দ্বার খোল, পান্থ বিকল,
চল মোর সাথে, চল ।"
শুনিছ কি ভাষা ?—ডাকিছে তোমারে
নিঠুর সাগর জল ।
ওপারের খেয়া ভীড়িয়াছে ঘাটে,
রাখিবেনা আর তোমারে এ বাটে ;
'খোল দ্বার খোল—খোল দ্বার খোল ।'
অবাধে—অবাকে চল ।
চলে গেছে প্রজা, ডাকিতেছে রাজা
আজি, আদেশে দুয়ার খোলো ।

—ঃ০ঃ—

শৃঙ্খল

অসীম এ বিশ্বমাঝে মমতার শৃঙ্খল পরায়ে
পিঞ্জরে আবদ্ধ এক গৃহস্থের পাখীর মতন,
আমারে পুষিছে যেন সংসারের সোনার খাঁচায়
দয়া, প্রীতি, স্নেহ দিয়ে মনোমত কত না যতন !
অবোধ জানে না মোর এ পরাণে কি বিপুল ক্ষুধা ;
কি তীব্র বেদনা জ্বলে হৃদয়ের গহন মন্দিরে ;
অনন্ত অভাব মোর চারিদিকে ঘেরিয়া উদাস,
আমারে পাগল করি ঠেলে দেয় মরণের তীরে।
আমার ব্যথাটী নিয়ে কেঁদে যায় শ্রাবণের মেঘ,
আমার জ্বালায় জ্বলে প্রলয়ের বাড়ব-অনল ;
আমার অভাব নিয়ে শূন্য চির অসীম উদাস,
আমার এ বুক-ভরা অন্তহীন সাগরের জল !
যদি বা ভুলিয়া কভু অলস পাখাটী মেলি মোর,
জীবনের প্রান্তে বসি গাহি যদি এ প্রাণের গীতা,
আমার হৃদয় তলে দুকুল ভাঙিয়া ছোটে বান,
আমারে ঘেরিয়া জ্বলে শত লক্ষ মরণের চিতা !
অমনি বাজিয়া উঠে অনাবদ্ধে শতেক শৃঙ্খল,
শত লৌহ কারা মোরে অন্ধকারে রোধ করে আসে,
শত বজ্র ভাঙি পড়ে নিষ্পেষিত মস্তকে আমার,
শত শেল বিদ্ধ হয় স্বপ্ন-ভাঙা মরমের পাশে !
তাই আমি কর্ম্মরুদ্ধ সংসারের ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়া
দিবানিশি দুলিয়া এ জনমের মরণ-দোলায়
ভবিষ্যের সীমাহীন অনন্তের অন্তিমের পানে
নীরব নিথর চেয়ে আছি ; ভাবিতেছি এ কারায়
কোনদিন কেহ আসি ভুল করে দিবে নাকি নাড়া,
আমার স্বপন ভাঙি, বন্ধহীন শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া
আমার এ ভুল-করা সাধনারে চরণে দলিয়া
পূর্ণ সিদ্ধি সার্থকতা এ গহনে দিবে কি আনিয়া !
আমার সবুজ বুকে ঝরানোর যে মর্ম্মর-গান,
তাহারে বিফল করি আনিবে না সজীব পরাণ !

—:০:—

চাঁদে

কে বলে কলঙ্ক চাঁদে ?
আমারে সে কবে বেসেছিল ভালো
একদা ফাগুন রাতে,
ব্যর্থতার শত বেদনায় ভরা
তারি সেই লেখাখানি
রহিয়াছে আঁকা সরল হৃদয়ে
মৌন বিধুর বাণী !
বিলোল বাসনা জড়িত বুকের—
ও নহে জ্যোছনা রাশি,
আমারে হেরিয়া বহুদিন পরে
উছলে পুলক হাসি !
শত বিরহের আঁধার পোহায়ে
আজি এ শারদ রাতে
মুছি বেদনার শত আঁখিজল
জেগেছে স্বপন সাথে ;
চৌদিকে ঘেরি কামনার বাণী
উজল,—ও নহে তারা ;
বহিয়া চলেছে প্রেম-যমুনায়
হইয়া সে দিশেহারা !

* * *

ওরে ওরে চাঁদ, ক্ষণিক দাঁড়াও
আমার দুয়ার পথে
ভালো করে তোমা দেখে নিই আমি
আজিকার মনোরথে।
জাগিয়াছে আজ এ ভোলা হৃদয়ে
প্রণয়ের আকুলতা।
শত যুগ পরে পাইয়া তোমারে
নিখিলের রূপ-রতা।

রক্ত-লেখা

আজিকে দেখিব পশিয়া তোমার
হৃদয়ে কি আছে লেখা ;
আঁকা আছে কিনা আমার তোমার
জীবনে প্রথম দেখা।
সেদিন হইতে এতদিন পরে
ঘটেছে যত না ঘটে,
এক এক করে লিখেছ কি সবি
তব ও উজল পটে ?
প্রতিটী আখর লিখেছ কি তার
ও রাঙা হৃদয় 'পরে,
যুগ যুগান্তে রহিবে কি প্রিয়া
সে লেখা অটুট্ ওরে !

* * *

শতেক যুগের কলঙ্ক-লিখা
ওগো সুন্দর চাঁদ,
তুমি যাও যাও নিয়ে যাও মোর
মুগ্ধ প্রাণের ফাঁদ !
যবে ডাকিবগো তোমারে হে প্রিয়া
পিয়াসী বেদন 'পরে,
তুমি দাঁড়ায়ো—দাঁড়ায়ো আসিয়া
নির্জন হৃদয় দোরে।
কাজল স্মৃতির আঁখিজল মুছি
সোনার আঁচলে তব
মুগ্ধ হাসিটী এঁকে দিয়ে যেও
এই বুকে অভিনব।
শুধু, আমার শেষের চুম্বন রেখা
এঁকে নিয়ে তব বুকে
কলঙ্ক তব করিও প্রচার
যাবৎ ধরণী সুখে।
আমি, সেই পথ ধরি ওপার হইতে
চেয়ে র'ব তব পানে,
তোমার আমার মিলন রহিবে
পূর্ণ কালের গানে !!

সাঁঝে

ধীরে—ওগো ধীরে,
নামাও তোমার গানটী আমার
স্তব্ধ নদীর তীরে।
রক্ত প্রেয়সী এসেছ কি মোর
নিরালা নিজন ঘাটে,
পুষ্প-ঝরানো এনেছ কি সুর
বহি এ বিরাম বাটে ?
দূর হতে কোন্ ছলনা তোমার
রক্ত গুলিছে এ জলে আমার ?
আধেক চাঁদের টীপটী যে তব
স্বপন আঁকিছে ভালে,
বুকের আঁচল গলিয়া গলিয়া
পড়িছে বিভোলা তালে !

* * *

দিনের আঁখিটী মুদে যায় আসি
রাতের মিলন গেহে ;
লওগো আমার গাঢ় চুম্বন
প্রাণের অগাধ লেহে।
সরমে জড়িয়া ফিরায়ো না মুখ,
দেখিবে না কেহ সকলি বিমুখ,
কলঙ্ক শুধু লেখা র'বে চাঁদে
তুমিতো সুন্দর প্রিয়া।
তোমারে রাখিব হিয়াতে আমার
প্রাণের আড়াল দিয়া।

* * *

বাহিরের ব্যথা বাজিবেনা বুকে ;
ব্যথায় কুসুম ফুটে,—
পথের বাধা সে সাধনা হইয়া
সকল বাঁধন টুটে !

বিরহ বাঁধিবে অচ্ছেদ প্রণয়ে,
জ্বালা সে রহিবে মালাতে ঘুমায়ে,
শ্যাম আঁখিজল করি ছলছল
শ্যামল করিবে প্রাণে,

জীবন হইবে সুখের স্বপন
স্বপন ভরিবে গানে !

* * *

হের, পিয়াসী ধরণী পাতিছে শয়ন
নিশীথ-নিজন বাসে,
চুপি চুপি আসে উতলা আকাশ
নামিয়া তাহারি পাশে !

ওরা বুকে বুকে মিশিবে সে যবে,
র'বে নাত কেউ ফাঁক হয়ে তবে,
বিশ্ব ভরিয়া উঠিবে নীরবে
মিলনের মহাগান !

বাজিয়া উঠিছে মাতাল শঙ্খ
ভরিয়া প্রাণের তান !

* * *

তোমার বক্ষে বাজিছে যে বাঁশী
ভুল করে মোরে লাগে,
তোমার আঁখির স্বপনের সুর
অধীর পরাণে জাগে ;

বুঝি বুঝি যেন বুঝে ভুলে যাই,
ধরি ধরি তবু ধরিতে না পাই,

আবেশ মাতানো অন্তর মোর
চলিতে চাহে ও পায়।—
রাঙা সে প্রেয়সী!—তাহারি কারণে
বুঝি মোর সব যায়!

* * *

জেগেছে হিয়ায় কি যেন সে ব্যথা
কাহার দরদ লাগি,
কি যেন কাহার চরণ ক্ষেপন
এ বুকে রয়েছে জাগি;
চিরদিন কারে দেখেছি নয়নে,
কাহারে স্মরেছি শান্তি-শয়নে,
কতদিন বসি এই নদী তীরে
শুনেছি কাহার গান;
আজ যেন বুঝে বুঝিতে সে পাই
তোমারি এ মহাগান!

* * *

দিনের অন্তে তাই নিতি আসি
রক্ত-নদীর তীরে
রক্ত ভরেছে এ ভাঙা হৃদয়ে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধীরে ধীরে;
ওপার হইতে কাজল আসিয়া
ঢাকিয়া দিয়াছে আবরণ দিয়া,
চোখ দু'টী ধরি সজোরে টিপিয়া
ঘুমায়ে দিয়াছে মোরে,
বুঝিনি কাহার কিবা সেই গান
বাঁধা এই প্রাণ-ডোরে!

* * *

রক্ত-লেখা

চিনি চিনি আমি হে রাঙা প্রেয়সী,
তুমি যে দরদী মোর,
তোমারি বক্ষে ঝরেছে আমার
যত না নয়ন লোর ;

আমার দিনের যত না স্বপন
তোমারে বরিতে করিয়াছে পণ,
জনমের সুর হারায়েছে খেই
তোমাতে লুকায়ে আসি,

এ জীবনে যত ঠেলেছিনা তোমা
তত তোমা ভালবাসি !

* * *

তুমি, এস এস প্রিয়া, এসগো জাগিয়া
আমারই স্বপন দোরে,
ভুলে যাও শুধু ক্ষণিকের ত্রুটী
আজি এ সুখের তরে ;

পেয়েছি যা আজ এই শুভখনে
হয়তো না হবে সারাটী জীবনে,
পরাণের বাণী পরাণে মিশাবে
মিলিবে না সুর গান,

আজি এ সন্ধি-লগনে হে প্রিয়া,
হোক দান প্রতিদান !

* * *

যদি, অতীতের ব্যথা আজ জেগে ওঠে
গোপন অন্তর হতে,
উছাসী বাতাসে বিলাইয়া দাও
নিয়ে যাক দূর পথে ;
মাতাল দিনের গৌরব ’পরে
বিছায়ে সে দিক আজ থরে থরে,

সবারই পরাণে বাজুক রাগিণী—
নিরালা নিজন একা,
আপনারে সবে আঁকড়ি ধরুক
যাচিয়া প্রাণের দেখা !

* * *

আন আন ওগো গানটী তোমার
আমারই পিয়াসী দ্বারে।
ধীরে ধীরে ওগো নীরবে বাজাও
চড়া এ বীণার তারে !
যত দিন আঁখি মুদিবে হেথায়
দেখা হবে প্রিয়া তোমায় আমায়,
তুমি সে ভুলিলে আমি র'ব ভু'লে
তোমাতে হইয়া ভোর,
নিতি, অসীমের তলে বসিয়া হেথায়
ঝরাব নয়ন লোর।

* * *

যেদিন তোমারে ভুলে যাব সখি,
মায়াবী দিনের মোহে,
সেদিন এসো এ তটিনীর তীরে
শেষের খেয়াটী ব'হে ;
সেদিন আমারে তোমারি খেয়ালে
তুলে নিও তব তরীর মাচালে,
খুলে দিও মোর ভুলের বাঁধন ;—
নিয়ে ঐ নদী তীরে
অতীতে স্মরিয়া পাতিয়া শয়ন
শোয়ায়ে দিওগো ধীরে।

* * *

জাগিবেনা সাধ—আর ফিরে আসা
ফিরে ফিরে ভুলে যাওয়া,
জনমের শোধ মিলন আমার
হবে সে তোমারে পাওয়া ;

দিনের সে চির-অস্তের তলে
আমারে বাঁধিও মিলনের ছলে,
আমি, তোমারি তরীটী বাহিয়া চলিব
ওপারে অনেক দূর,

বেঁধে দিও সেথা খুসী যা তোমার
সেই মত গান সুর ।

* * *

পল্লীর গেহে জ্বলেছে প্রদীপ,
জোনাকী জ্বেলেছে আলা,
তোমার গলায় ঝলিয়া উঠিছে
লক্ষ হীরার মালা !

আমার ঘরের আঁধার বক্ষে
জ্বালো জ্বালো দীপ জ্বালো অলক্ষ্যে,
গাও গাও গান মোহিয়া পুরাণ
ভুলে যাই দুখ হেসে,

তুমি গো আমার 'চির'-সুন্দরী
অভিসারী দিনশেষে !!

—:০:—

শুধু অকারণ

শুধু অকারণ পুলকে—
ফাল্গুনী দোলা দিয়ে যায় দোল
আমার কাজল অলকে ;
এখনো মঞ্চে জাগেনি দেবতা ;
ঝরিছে হেথায় সাধনার ব্যথা ;
এখনো আঁধার হয়নি প্রভাত
চাঁদের বিমল আলোকে ;
ক্ষণ সকারণ পুলকে।

এখনো চকোর গায়নিত গান
অসীম সুনীল বিতানে ;
ভাঙা বীণাগুলি হইয়াছে জড়ো
ব্যর্থ বিলোল গানে !
ভগ্ন দেউলে কাঁদিছে আরতি,
শূন্যে মিশায় প্রাণের প্রণতি,
অন্ধ ধূপের গন্ধ বহিয়া
আনিছে মাতাল প্রেরণা ;
বাতাসে দুলিয়া নিবু-নিবু দীপ
ব্যথিয়া তুলিছে বেদনা !

মালার কুসুম চেয়ে আছে দূর
শুকতারাটীর নয়নে ;
বাহিরে জমিছে সুঘন আঁধার
শিশির-সিক্ত লগনে !
কুঞ্জে এখনো নামেনি দেবতা,
ঝরিছে ঝরিছে নিরজন ব্যথা,
এখন দিবস হয়েছে রাতিয়া
ফাগুন আগুন দোলকে,
শুধু অকারণ পুলকে !

—:০:—

অ-পথে

যদি, পঙ্কিল জলে উৎস হারায়
হে মোর করুণাময়,
তব করুণার মহিমা তাহাতে
বল কতখানি রয় ;

যুগ যুগ মোর শত সাধনার
অশ্রু নিঝর দিয়া
উৎস যাহার লভিনু কুড়ায়ে
চুরিয়া পাষাণ হিয়া,

মরম হইতে মাণিক ছিঁড়িয়া
ফেলিনু তাহার নীরে,
হেরিয়াছি মুখ চিরদিন আমি
তারি সেই বুক চিরে।

মোর জীবনের কত তরী আমি
বাঁধিয়াছি তার কুলে,
ভেসে যায় আজও তারি টানে টানে
ধীরে ধীরে ভুলে ভুলে ;

তুমি তো দিয়াছ হে দয়ার প্রভু
আমার আপন বলে,
বাঁধিয়াছ মোর জীবনের ধারা
তারি সেই কলকলে।

আজ যদি হায়, সে গতি হারায়
পঙ্ক-সমাধি তলে
থমকি রহিবে সকল বিশ্ব
মহা আঁধিয়ার ছলে।

রক্ত-লেখা

শত রবি চাঁদ হইবে নিপাত
চোখের স্বপন পারে,
তারকার মালা কবে ছিঁড়ে যাবে
কে বলিতে তা' পারে

পঙ্কজ কভু ফুটিবেনা প্রভু
সমল কঠিন নীরে,
বেদনা শুধুই শাশ্বত হবে
লক্ষ জনম ঘিরে ;

বিপথে অপথে বাধিয়া স্বপনে
হে মোর করুণাময়,
কি তব মাধুরী, তুমি জান ভালো
মোর শুধু জাগে ভয় ।

তব করুণার মূল্য তুমিই
পেয়ে থাক চিরদিন,
আজও লও প্রভু, আমি শুধু হায়,
অভিশাপে হই লীন !!

—:০:—

মহামায়া

জননী গো,—

দিয়েছ যে মহাদান জনমের পুণ্যপাত্র ভরি
(মরণের) অন্ধতম গর্ভ হতে আলোকের রেণুরে আঁকড়ি
অতীতেরে দীর্ণ করি কর্ম্মফলে সাকার করিয়া,
তারি ভার বহিতে পারি না। সারা পথটা ধরিয়া
চলে মোর সাথে সাথে অসমর্থ কত দীন ব্যথা,
কত লজ্জা, কত ভয়, পুঞ্জীভূত কত স্মৃতি কথা
দুর্ব্বহ সে বোঝা সম। উল্কাসম ফিরি পথে পথে
কোথা গতি, কোথা স্থিতি, কোথা ডুবে যাই কক্ষ হতে
সায়রের গহন অতলে। তবু তব আশীর্ব্বাদ
টেনে আনে মৃত্যু হতে, শিরে মোর দেয় স্নিগ্ধ হাত
আবার চালায় পথে। শত জনমের মাঝ দিয়া
যত বোঝা জমিল আমার, কোথায় নামাব গিয়া
কোন্ সাধ্য বলে ? তোমার নারীত্ব শুধু উঠিয়াছে
সৃজনের গৌরব শিখরে ; আমার আমিত্ব আছে
দায়ীত্বেরে ব্যথায় আঁকড়ি ! তুমি শুধু দান করি
অন্তরে আনন্দ পাও, আমি যাহা পাই তাহা ভরি
আমারেই নিঃস্ব করি চিরদিন। অভিশাপ উঠে
জাগি, আমার চেতনা বন্ধ হয় মূরছিত, টুটে
দেহের বন্ধন। হয় মনে লঙ্ঘি দিনের ক্ষণ
জ্বালি চিতানল যে বিরাম লভে কাতর তপন,
ওই বুঝি মুক্তি তার, কর্ত্তব্যের ওইখানে শেষ ;
তবু থাকে, তবু জাগে আবার প্রভাতে, সুর রেশ
জাগায় কায়ার মায়া, কোন্ কাজে, কোন্ বাধ্যতায় ?
জ্বালার আগুন জ্বালি, তিলে তিলে দগ্ধি আপনায়
তবু কিগো এ 'আমার' হয় নাকো শোধ ? চিরন্তন

কোথা হতে কোন্‌খানে টেনে নিয়ে যাবে এ বন্ধন
কি দেখাবে মায়ার কারায় ? শত বন্ধ নিতি তুমি
যে মৃত্যু দিনের শেষে নিতি উঠে জাগি, মোরে তুমি
তাহে মুক্তি দাও। লও মোর অন্তরের আকুলতা,
শত চেষ্টা দিয়া জন্মমাঝে লভিয়াছি যে ব্যর্থতা
চির, লও তুমি, লও আঁখিজল। শত জন্ম মালা
ঢালি তব পায়ে আজি রিক্ত হই। আজি এ নিরালা
যুগের সিন্ধুর হিন্দোলের মাঝে ডুবাও আমারে—
যেথা জাগে নিতি মহিমার সৃজন-প্রেরণা, তারে
স্তব্ধ কর। স্তম্ভে মম হোক পরিণতি। মন চলে
ছুটে উদার বিশ্বের মাঝে ; মহাকাল কলকলে
বাঁধিবারে চাহে গতি। স্বীকার করিতে নাহি চায়
কারো সীমার বন্ধন। তবু কেন তব আপনায়
শুধু আপনার লাগি বাঁধিবারে চাহ তুমি তারে ?
খুলে দাও আঁখি, মহা বিশ্বে মহা মাতৃকারে
চিনে লই, তোমারেই করিতে মহান্ যদি পাই
বৃহত্তম 'তোমার' সন্ধান, যদি ভাগ্যে উতরাই
জটিল চরম পথে, আমার পরম শিশু দিয়া
পরাস্নেহ পদনীড়ে আঁকড়িব মাতারে টানিয়া !
আজি শুধু মুক্তি দাও, আজি শুধু দাও মোরে দান,
অনন্তের পথে যেতে মায়াহারা আলোর সন্ধান !!

— ঃ০ঃ —

মাধবী বনে

আজি এই বনতীরে,
অশোকের শাখে দোলাই আমার
প্রাণের বেদনাটিরে।
সাধিনু যা সাধ জীবন ভরিয়া
মুছিনু বিফল চরণে দলিয়া—
সাজায়ে রেখেছি হৃদয়ের পুটে
কালিমা অঙ্কিত করি,
ফাগুন আগুনে মুর্ম্মুর দাহে
উঠে সে মূরতি ধরি!

* *

এই পথে চলে কার জীবনের
হারায়ে ফেলিয়া গান,
ফাগুনী বনের শাখায় শাখায়
ছড়ায়ে গিয়াছে প্রাণ!
সোনালী সুরের পরশ লাগিয়া
ভাষাটি যে তাই উঠেছে লিখিয়া,
নিরত গাহিছে রঙের পুলকে
মলয়-বীণার সাথে ;
বাজে বাজে তাই আমার মরমে
এ পিয়াসী মধু প্রাতে!

* *

বল কার বাঁশী খসিয়া পড়েছে
বুকের গোপন হতে,
আকুলে চাহিয়া স্বপন-মাতানো
দূর আকাশের পথে ;

তারি ব্যথা আজ কাননে কাননে
ঘুরিয়া বেড়ায় বুকের সাধনে,
কুহু কুহু বাজে এ হারা পরাণে
নিয়ত নেশার সুখে ;
পাগল হইয়া ঘুরি আমি তাই
ধরা মাঝে তার দুখে !

* *

কাহার নূপুর বাঁধিয়া গিয়াছে
মাধবী মনের পুরে ?
বাজিবে বাজিবে একদা সে-কানে
যাহার সাধনা ঝুরে !
ওই সুদূরের স্বপনের দেশে
আঁখি দিয়ে যার প্রাণ গেছে ভেসে,
যে আজি হারায়ে খুঁজিছে তাহারে
অসীমের আঁধিয়ারে ;
বাজিছে নূপুর তারি তরে ওগো,
তারি পায়ে বাঁধিবারে !

* *

আজি এই বনতীরে,
আমার বাঁশীটি বেঁধে যাই আমি
অশোকের শাখাশিরে ;
আজি এ অশোক ফুল দলে দলে
যে বারতা মোর উড়ে উড়ে চলে,
দখিনার বেগে প্রাণের আবেগে
যদি বা গিয়ে সে বনে
তাহার শ্যামলী ফুলের নয়নে
ভুলে সে স্বপন বোনে,—

যদি তার গান যদি ওই বাঁশী
বাঁধা ও নূপুর সনে
ফুলের স্বপনে খুঁজিয়া সে পায়
মাধবী জালার বনে,
আমার বেদনা হইবে সফল,
আমার বাঁশীটি বাজিবে উতল,
প্রাণের অকূলে ঘুমাবে যাতনা ;
নিরালা স্বপন সুখে
জনম আমার বহিবে জীবনী
মিলনের বুকে বুকে !
আজি এই বনতীরে,
অসীমের বুকে দিয়ে যাই মোর
সজীব সাধনাটীরে !!

—ঃ ০ ঃ—

বিরহে

কত রজনীর ফুল তোলা সাধ
রয়ে গেল মনে লেখা ;
কাঁটায় জড়ায়ে রহিল এ হিয়া,
পাইনু না তার দেখা !

মিছে ভ্রমি আমি কাননে কাননে,
যুগ যুগ মোর ফুলের সাধনে,
শুধু দু'টী তারা নিয়ত ভুলায়
বিজনের নিরজনে,
আমার কাননে বিফল রাতিয়া
ঝুরিয়া বেদন বোনে !

* * *

ক্ষ্যাপা মধু-বায় উছাসিয়া যায়—
আমারে পরশ করে ;
ফুলের বেদনা মরমে বিঁধিয়া
ভ্রমর মূরছি পড়ে !

দু'টি লতা মোর চরণে বাঁধিয়া
পথখানি ভুলে দেয়গো ধাঁধিয়া,
কাঁটা বিঁধে মোর এ বুক পাঁজরে
ভাঙে মোর বীণাখান,
থমকি থামাই বিজনের তটে
মোর চির সাধা গান।

* ঙ *

ওগো ফুল, ফুল—নিয়ে যাও ভুল
এ জনমের বিলকুল্,
আমি, চির নিশিদিন গড়িয়াছি শুধু
একখানি মহাভুল।

আমারে বিলায়ে অসীমের কূলে
সীমার স্বপন দেখিয়াছি ভুলে,
শুধু ফুল—ফুল, ছিলনাক কূল,
ভুল তুলে ভরি হিয়া,

মরণের পথে ফিরেছি যে আমি
মোর বেণু বাজাইয়া !

*   *   *

আমার মুক্ত শ্যামল মুকুরে
ভাসিয়া উঠেছে যে ছবি,
তাই নিয়ে আমি মনের পাতায়
এঁকেছি এ রাঙা রবি !

রাতের আঁধারে সোনার স্বপন
দেখিবারে আমি করিয়াছি পণ,
শুধু দেখিনিক আমার মরণ
জড়ায়ে প্রাণের পথে ;

আজ যাব কিগো তারি বুকে আমি
আমার এ ফুল হতে ?

*   *   *

আজ যাব আমি অপরের লাগি
দূর হতে বহুদূরে ;
আমার বলিতে কিছু ত রবে না
এ সারা দুখের পুরে।

যত ব্যথা আজ নিয়ে যাব প্রিয়া
এই বুকে বাঁধি তোমার লাগিয়া,

চির পথে পথে সাধিব কাঁদিব
শুধু সে মনেতে রহি।

রক্ত-লেখা

মনের আগুনে আমারে পোড়াব
তুষের অনলে দহি।

যাই আমি যাই, ক্ষতি নাই ওগো
না পাই তোমার দেখা ;
আমি তারকা হইয়া আকাশে ভ্রমিব
চিরদিন একা একা ;—

তুমি, এপার হইতে আঁখিটি মেলিও,
মোর সুরখানি চির যে বাঁধিও,

আমার পরাণে গান গেও তুমি
দূর হতে মোর গান,—
যে গানে যে-ভুলে চিরদিন আমি
বিলায়েছি মোর প্রাণ !

আজ শুধু একা একা,
দূর হতে প্রিয়া দেখে যাও মোর
কাজল মরণ-লেখা !

—ঃ ০ ঃ—

আমার কবিতা

আমার কবিতা সনে
আমার প্রাণের গোপন বাঁধন
কবে সে বেঁধেছে, সে জানে।

তার সুখে সুখী, তার দুখে দুখী
তার দীনতায় দৈন্য ;
তাহার মরণে আমার মরণ
সে ছাড়া নাহি যে অন্য।

সে যে গো আমার মানসের প্রিয়া
তারে আমি ভালবাসি ;
তাহারি রূপসী মূরতি আমার
নয়নে বেঁধেছে ফাঁসী।

মোর বুকে বুকে মোর চোখে চোখে
মোর প্রাণে প্রাণে তারে মাখি,
চিরদিন আমি আমারি গলায়
মালা করে তারে রাখি।

শুনি, বেদ সংহিতা ভাগবত গীতা
স্মৃতি সম তারি বাণী,
তাহারি সঙ্গীত শ্রবণে আমার
সুধা যে দিয়েছে আনি।

মোর শ্রবণের তারে তারে তা'র
বেঁধে আছে সুরাগিণী,
তারি ভাষা দিয়ে আমার অন্তর
কথা কয় চিরদিনই।

রক্ত-লেখা

আমার পরাণে, তাহার পরাণে
কবে সে মিলায়ে গেছে,
ফেলি বীণা, গান, সঙ্গীত তান,
তাহারে বাছিয়া নেছে !

কবে ফাঁসী দিয়া আমারে বাঁধিয়া
রেখেছে সে তারি মাঝে,
আমার এ হিয়া তারে আঁকড়িয়া
কবে বা ভরিল পাছে !

জানি তারি মাঝে মরণ আমার,
তাহারও আমাতে লয়,
মোর মাঝে রচা তাহার সমাধি
তার মাঝে মোরও রয় ;

আজ এ জীবনে তাহার আমার
অবিরত যেই দেখা,
রাখিবে ওপারে জীবনান্তরে
এ মহা মিলন রেখা ;

ওপারে রচিয়া তাহারি বক্ষে
আমার শয়ন খানি
আমার এ বুকে তাহার মিলন
নিচয়ে দিবে গো আনি !

—: ০ :—

তর্পণ

তুমি চলে গেছ কোন্ ওপারে—
আমি চেয়ে রই সুদূর পানে,
আমার বীণাটি ভুলে আসে ওগো
এই ধরণীর নিরত গানে!

যে-ব্যথা জীবনে হয়নি গাওয়া
যে-আঁখিজল রহিল পড়ে,
যে-কথা লুকায়ে রয়েছে মরমে
সকলের পাছে আপন ঘরে,

মুগ্ধ প্রাণের কুয়াশা ঠেলিয়া
তারা যেগো আজ উঠিল জাগি,
ফুকারি উঠিছে হে প্রিয়া আমার
তব পদতল লইতে মাগি!

তোমার কণ্ঠে বাজিত কি-সুর
ভুলে ত জীবনে হয়নি শোনা;
ব্যর্থ যে মোর সকল সাধনা
আঁধারে আঁধারে স্বপন বোনা!

আমি ফিরেছিনু তোমারি নয়নে
খুঁজিতে গোপন একটি ভাষা,
চেয়েছিনু শুধু একটি সুখন
যখনই মিটিবে পূর্ণ আশা!

তুমি চাহনিত মোর পানে প্রিয়া
মেলিয়া মুখর তোমার আঁখি,
দূরে দূরে শুধু মৌন বাণীটি
চিরদিন মোরে ফিরেছে ডাকি;

রক্ত-লেখা

যখনি এসেছি কাছে, সরে গেছ
সরমে দু'আঁখি আনত করি,
দূর হতে শুধু ব্যথার সুধায়
নিয়েছ প্রাণের পিয়ালা ভরি।

গোপনে-ঢালা এ বরমালা তব
আজ পদতলে লুটায় পড়ি,—
মুখর হইয়া উঠেছে যেন গো
শত আঁখিজলে গাহন করি ;

তোমার বুকের রক্তে যেনগো
প্রাণের লেখাটি রয়েছে লেখা ;
হায় প্রিয়া আর এ জীবনে কিগো
তর সনে মোর হবে গো দেখা !

আজি দূর হতে গাঁথিয়া এ মালা
পাঠাই তোমারে পাঠাই প্রিয়া,
তুমি যেন তারে নিও নিও ওগো
পিয়াসী প্রাণের পরশ দিয়া।

আমি হেথা বসি নয়নের জলে
পরাণের সুরে গাহি এ গান—
দুই তটিনীর দু'মুখী দু'ধার
ওপারে যেন গো মিশায় প্রাণ !!

—: ০ :—

শূন্যপথে

হে মোর বিরহী হিয়া,
উদাসী বাতাসে কোথা ভেসে যাও
নীলের অকূল দিয়া ?
ওপারে তোমার হেমগিরি শিরে
হিয়ার আঁখিটি মেলি
যেজন প্রাণের বাঁশীটি ভাঙিল
রতন বিলাস ফেলি,—
তারে কি বরিতে আজ তুমি চাও
কি-মালা গাঁথিয়া বুকে নিয়ে যাও ?
গানের বেদনা প্রাণ ভরা তব
নীরব ভাষায় লেখা ;
যে আজি ঝুরিছে মরণ লাগিয়া
তারে তুমি দিবে দেখা !

* * *

এই মোর ঘরে একেলা শয়নে
বাহিরে কাঁদন ঘেরা
কতনা নিশুতি যামিনী শুনেছি
তব গান বুক চেরা ।
নব শ্যামলের শিয়রে বসিয়া
কতদিন বাঁশী বাজায়েছ নিয়া.
করুণ সুরেতে ধরিয়াছে তান
পড়েছে অঝোরে ঝরে,
তোমার বেদনে থমকি গিয়াছে
ধরণী ধরার পরে !

* * *

আজ চলিয়াছ প্রাণের প্রেরণে
সে ব্যথার সন্ধানে,
মনের রঙিমা উপচি উঠেছে
ভরিয়া সে গানে গানে !

দূরে অতিদূরে কাঁদে যেই প্রিয়া
তাহারে চমকি দিবে তুমি গিয়া,
চকিতে চুমিয়া অবাক্ করিয়া
বাহুর মালায় বাঁধি
সুদূর-সজল আঁখিটি মুছাবে
প্রাণের সাধনা সাধি !

* * *

হে মোর বিভোল হিয়া,
যেওনা যেওনা ক্ষণিক দাঁড়াও
এই পথে আঁখি দিয়া।
আমার নয়নে যেই জলছবি
আঁকিয়াছে আজ বিমুখিত রবি,
তোমার পাখায় বয়ে নিয়ে যাও
দূর বিদেশের পুরে,
এঁকে দিও মোর বঁধুয়ার চোখে
আজ কাজলের সুরে।

* * *

দখিন দেশের বন্ধুগো মোর
চলেছ সুদূর দেশে,
বন্ধুরে তব বরিতে হে আজি
উন্মনে ভেসে ভেসে।
আমার বারতা বঁধুরে কহিও,
মোর হয়ে তার পরাণে পশিও,
বেদনা হইয়া রাঙায়োগো তার
নিথর নীরব হিয়া,
পাগল-করা ও গানটি গাহিও
কানে কানে উদাসিয়া।

* * *

আর বলো তুমি বলো তারে ওগো—
তোমার মরম সখা
সুদূর প্রবাসে বরিয়াছে আজ
মধুর মরণ-লেখা !

অতীত অভিযান

ওগো, আজিও যে মোর সরল আকাশে
ঘিরে আসে কালো মেঘ ;
উদাসী বাতাসে ঝিমাইয়া তোলে
ধরার গতির বেগ।

আজও যে বাদলে কেঁদে ওঠে মোর
দিনের স্বচ্ছ আলা,
কুসুমের হাসি নিভিয়া যে যায়,
টুটে যে মণির মালা !

আমার ভোলারে মথিয়া মথিয়া
কি আন কাজল গান,
অন্ধ পরাণ আতুরিয়া ওঠে
নাহি জানে কোথা ত্রাণ।

আজও কি আঁধারে হে মোর অতীত,
তোমার প্রদীপ জ্বালো —
আজও কি ভবীর বুক চিরে তুমি
মিশাও তোমার কালো ?

য'দিন ধরায় জাগিবে দিবস
কাজল কালের গান,
ভুলিব না আমি ভুলিব না তোমা ;
ছুটিবে মরণ-বান !

আমার নদীর যতনা ভাঙিয়া
সমুখেতে অভিযান,
তোমারি গোপন ধারাটি বহিবে
তুফানে ভরিয়া প্রাণ।

রক্ত-লেখা

তোমার পাখাটি মেলিয়া আমার
বক্ষে ফেলিবে ছায়া,
মালার মুকুতা ছিটায়ে বিধুর
করিবে করুণ মায়া।

গোপন অনল দীপ জ্বালি দিবে
আমার প্রাণের' পরে,
আমি ওগো আর আমি রহিব না
আমাতে আমার তরে!

শুধু, তোমার মায়াটি তিলে তিলে মোর
হরিবে সকল কায়া;
রিক্ত নিঃস্ব চলে যাব আমি
আপনে পরের ছায়া!

তব অবিচার সহিতে পারি না
ওগো আপনার গরবী,
তুমি, পরের পরাণে আঁখি মেল আজ
হইয়া তাহার সরবী।

দেখ সেথা তুমি যতনা ভাঙিয়া
হইয়াছ আগুয়ান,
মোর বুকে তার বাঁধিয়াছে চড়া
কি বিপুল সুমহান্।

ওই বালুকায় দিনের আলোয়
কি জ্বালা ঝলিয়া উঠে,
ওই সিকতায় রাতের আঁধারে
কত না মাণিক টুটে!

কালের রঙীন তানে তানে সে যে
প্রলয়-পয়োধি গানে।
আমার ধারারে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে
আমারে ভাঙিতে বানে!

পার যদি এস আজ তুমি প্রিয়,
তোমার সকল সনে,
স্বস্তির বাসা বাঁধিতে আমার
অতল পিয়াসী মনে ;

মিলি দুই ধারা গুম্ হয়ে র'ব
আপনার মাঝে শুয়ে,
রহিবেনা আর ভাঙন নেশার
সারা এই ধরা ছুঁয়ে !

তোমার মায়ায় আমার চড়ায়
ফলাব মাণিক মেলা,
জেগে র'বে শুধু প্রাণের প্রেরণ
ঊর্দ্ধে অনন্ত বেলা !!

—: ০ :—

আবার কেন ?

আবার কেন ভোলার পথে
ঢেউ তোল মোর নিথর বুকে ?
জ্বালিয়ে দিয়ে ব্যথার স্মৃতি
হর আমার মরণ সুখে ?

স্বপন হারা ঘুমের মাঝে
জাগিয়ে মুখ ব্যর্থ কাজে
হানি আঘাত কাঁদন কেন
ঝরাও আমার মুক্ত চোখে ?

* * *

যে-সাধে কাঁদি ভুলেছি প্রাণে
ভুলে স্বপনে চাবনা জান,
আঁধারে আজ কেন সে-গীতি
বিফলে প্রাণে ফিরায়ে আন ?

যে-দীপ নিভে' দিছি এ হাতে,
জ্বাল্‌বনা আর প্রলয়-রাতে ;
মিছে চপল বিজলী হানি
আঁধার-মায়া আলোক টান !

* * *

যে-ফুল মোর ফোটাও বুকে
নয়নে সে ঝরিয়া যায় ;
যে-মালা মোর বক্ষে বাঁধো,
তোমার ফাঁসী আজ সে হায় !

আমার রতন-শয়ন তলে
ব্যর্থ চিতার আগুন জ্বলে,

হায় বিরহী আর কি সুখে
উথলে জল ও দরিয়ায় ?

*　　*

যে-ঘুম আমি ঘুমিয়ে আছি,
আরত ফিরে জাগ্‌বনা ;
আমার প্রাণের ভাঙা বীণায়
আরত গো তান তুল্‌বনা।

খাঁচায়-পোষা পাখীর মত
বহুদিনের সাধন-রত
যে-গান. আমি শিখেছিলাম
আরত ফিরে গাইবনা।

*　　*　　*

তবে কেন ভোলার পথে
আবার বুকে তুফান তোল,—
মরণ-সাথীর আবাহনে
মিছে মনের দুয়ার খোল ?

মিছে বুকের গাঁথি জ্বালা
পরাও আজি কণ্ঠে মালা,
ইন্দ্র জালীর রূপের মায়ায়
শুধুই তোমার আপন ভোল।

আবার কেন ভোলার পথে
বিফল বুকে তুফান তোল !

—:০:—

সুদূর স্বপনে

ওগো দূর, ওগো বিপুল সুদূর
আকুল করিয়া কেন ডাক তুমি ?
মোর হিয়া মাঝে কি-যে বাঁশী বাজে
বুঝিতে পারিনা এ প্রাণ চুমি !

জানি তোমারেই করিব বরণ
হয়তো আমার সকল দিয়া,
সেদিন আমার নহে দূর সখা,
পরাণে কাঁদিছে অসীম প্রিয়া !

ছলছল আজ বুকের সায়র
আকুলি তুলিছে আঁখির কূল ;
ভেঙে যাবে বুঝি এ যুগ যুগের
বালির বাঁধের স্বপন ভুল !

অশোকের শাখা শোকের শোণিতে
রাঙিয়া উঠেছে কূলে কূলে ;
মন্দার-তনু বেদনা বিলোল—
লুটে সকরুণ গীতি যে ধূলে !

ফাল্গুনী বনে জাগে ব্যথাতুরা
এলায়ে আকুল আঁচল খানি ;
অস্তের পাটে কাঁদে রাঙা-বৌ
ওপারের যত বেদনা টানি !

আমি বাঁধিয়াছি আমার বক্ষে
সুর-হারা এক করুণ বাঁশী ;
অজানার হাতে পরাইতে রাখী
জাগায়েছি মোর মরণ ফাঁসী !

রক্ত-লেখা

কবে দেখা হবে তব সাথে প্রিয়,
বসে আছি আজ ভাঙন কূলে
পসার সাজায়ে রক্তে রক্তে
দিছি দিক্‌হারা ঢেউ যে তুলে !

নমি নমি আমি সুদূর বন্ধু,
তোমার চরণে প্রাণের নতি,
রেখো রেখো ওগো তোমার মাঝারে
মোর ভাঙা বাঁশী দীন যে অতি।

তোমার পরাণে বাজে যেন সুর
চিরদিন মোরে ঘেরিয়া রাখি,
মোর সুখে দুখে তোমার বাণীটী
ফোটে যেন ওগো করুণা মাখি !

—: ০ :—

বাল্যকাল

ওরে আমার সুখের ঝোলা,
ওরে অতীত বাল্যকাল ;
তোর পিছনে দেই যে আমি
মর্ম্ম-ভাঙা উছ্বাস জাল।

তোর বুকেতে লালি আমায়
দীর্ঘ দিনে দাবী তোমার
বেঁধেছে যা তোমার' পরে
নয় সে ক্ষুদ্র, নয়কো হেলার।

দুখের ঘরে এসে আজি
শ্রদ্ধানত হয় যে মাথা,
হে মোর ধাতা, শিক্ষাগুরু,
পিতৃ সম স্নেহের পাতা।

সেদিন তোমায় বুঝিনিকো
ভুলের মোহে ছোট করে,
আজ বুঝি যে হচ্ছি ছোট
দিনে দিনে জীবন-ক্রোড়ে!

পূর্ণতা মোর নিচ্ছে ওগো
শূন্যতাতে নিতুই টানি,
বৃদ্ধেরে আজ করতে বড়
ক্ষুদ্রতারেই শ্রেষ্ঠ মানি।

হে মোর অতীত, হে মোর ব্যথিত,
দূর হতে আজ তোমায় নমঃ,
বুকের মাঝে সুখের বাঁশী
তেমনি বাজাও মুক্ততম।

রক্ত-লেখা

নীল আকাশের ছত্রতলে
কোমল শ্যামল মুক্ত বেদী,
ধূলার রাজা, অসীম রাজা,
সুখের রাজা দুঃখ ভেদি

সাজিয়েছিলে সেথায় তুমি,
হে অপরূপ, আজ যে আমি
সবের মাঝে শেকল-বাঁধা,
ধরার কাছে মুক্তি কামী !

ওপার পথে চলি গো দেব,
তোমার পানে দুলভতম,
চাহিয়া আজ অকূল ব্যথায়
সুদূর হতে তোমায় নমঃ।

—: ০ :—

নির্ঝরিণী

গুহার নিঝর আমি রে অন্ধ
বন্ধ রয়েছি কারার তলে ;
আমার বীণায় তুফানের গান
আকুল হয়েছে চেতনা ছলে !

শুনেছি যে আজ সুদূরের বাঁশী,
উথল হয়েছে পরাণ উদাসী,

ভাঙিবে কি কেউ মোর এই কারা
ভুল করে কভু স্বপনে তার,
আমারে নিবে কি না-দেখা ধরায়
দূর হতে দূর অসীম পার !

*

*   *

আমিরে অভাগা সুদূর ঘুমনে
রচেছি স্বপন জীবনে মোর,
রচিয়াছি গান বেসুরো বেতাল
ছিঁড়ি চঞ্চল পরাণ ডোর ;

বুকের অশ্রু ঝরায়ে ঝরায়ে
গাঁথিয়াছি মালা আপনা বিলায়ে,

ভাঙিবরে বাঁধ, টুটিবারে আজ
ধরার শান্তি স্বপন জাল,
ভাঙিবরে আজ বিধাতার ভুল
আত্মপ্রয়াসী ও সুখী ভাল !

*

*   *

রক্ত-লেখা

সুদূরের ডাক রণিয়াছে প্রাণে
আর কিরে আজ ঘুমায়ে রই ?
ভাঙিয়া আগল বেজেছে মাদল,
পরাণে বিশ্ব যে থৈ-থৈ !
সায়রের জল হয়েছে উথল
বুকে বুকে মোর করে ছলছল,
ধরার আকাশ ধরার বাতাস
বহিছে বহিছে নিশাসে মোর,
তারে তারে আজ গেঁথেছে প্রকৃতি,
আজ কি বাঁধিবে মোহের ডোর ?

*

* *

চন্দ্র সূর্য্য ঝলিছে স্বপনে,
হিয়ায় হিয়ায় তারার মালা,
চরণে লুটিছে পাষাণ মর্ম,
দু'ধারে সাজায় সবুজ ডালা !
রুদ্র-কীরিট পরিয়া মাথায়
অশনি-মন্ত্রে জেগেছি ধরায়,
ঝঞ্ঝা আঘাতে জাগিয়া উঠেছে
আজি যে আমার পাগল প্রাণ ;
আজ গাহিব না অন্ধকারের
সুপ্তি-সুখের স্বপন গান।

*

* *

আজিকে আমারে খুলেনে খুলেনে
ওরে জগতের তৃষিত বাসী,
ভাঙ্ কারা আজ নিঠুর পীড়নে
টুটি' বিধাতার ভুলের বাঁশী।

রক্ত-লেখা

আমারে লুটিয়া বিশ্বের কাজে
দাও গো বিলায়ে অসীমের মাঝে,
তুফানের' পর তুফান তুলিয়া
চলিব গো আমি অদেখা পানে,
আমার পরাণে সজীব করিব
প্রহেলী-নিরত মরুর গানে।

*

* *

আমিরে চণ্ড আসিয়াছি আজ
মৃতেরে জাগাতে আঘাত হানি ;
আমিরে দণ্ড এসেছি শিখাতে
অত্যাচারীরে দুঃখ দানি।
শত ধরণীরে লুফিয়া লুফিয়া
মিশাবরে মোর পরাণে আনিয়া,
মুক্তিরে আমি বাঁধিব চরণে
আমার সুদূর সাধনা নিয়া।
আমিরে উৎস সে-অমৃতের
পরাণে অসীম, উছল হিয়া!

*

* *

আজ মিশিবরে সে মহা অসীমে
আমার সীমার বালাই লয়ে,
প্রাণের অশেষ ঢেলে দিব সেই
দরদী চরণে উতল বয়ে ;
সীমায় অসীমে যে-মহামিলন,
উর্ধে উড়াবে বিজয় কেতন,
পিছনে রহিবে সাধনা-উৎস
ধরায় রহিবে আনন্দ-গান!
মোর মাঝে এক তৃপ্তির সুর
সকল ধারার সুনিরবাণ !!

ঝড়বাদলের পাখী

(উদ্বাস্তু মঙ্গল)

ঝড়বাদলের পথহারা পাখী
কেমনে তোরে গো ঢাকি ?
ভেঙে গেছে তোর মনের পালক
ছিঁড়ে গেছে হৃদি-রাখী !

*

তোর জীবনের মহাগান আজি—
শূন্যে মিলায়ে যায় ;
বুকে-ঢাকা সাধ মরীচির সম
কাঁপিতেছে সাহারায় !
ওরে নীড়হারা আয় বুকে আয়,
ফোঁটা আঁখিজল দেই তোরে হায়,
মোর জীবনের শূন্যতা দিয়ে
ক্ষণেক ঢাকিয়া রাখি ।

*

শ্যামল দিনের সোনালী প্রভাতে
বেঁধেছিলি তুই বাসা,
তোর ধরা ছিল মুক্ত, অসীম,
রূপময় পরিভাষা !
সেদিন যে তোর মরমের গান
উৎসি' চলিত পরাণের বান,
মহানীলিমার মহাদেবী তোর
কণ্ঠে দোলাত ভাষা !

*

আজ শ্রাবণের রুদ্ধ কবাটে
বদ্ধ গতিটী তোর,

রক্ত-লেখা

ঝরে গেছে হায় গানের কুসুম
হয়ে শত আঁখি লোর ;
মনের গহনে শত দীপমালা
নিমম তুফানে নিভেছে নিরালা,
জ্বলিবে কি হায় পথের প্রদীপ
পাগল বাতাসে ভোর ?

*

ঝড়বাদলের ওরে পাখী আজ
ঝড়বাদলের রাতে
ঝরানো পাতায় মাথা ঢেকে ঘুমা
ক্ষণেক অ-পাওয়া প্রাতে ;
মুছেনে অতীত নয়নের জলে
বর্ত্তমানের নীর কল কলে
সমুখে যে রাতি, জ্বালো তারো বাতি
আপনার মহিমাতে।
পাখী, তোর বাসা দিবে মহাকাল
মহাজীবনের পাতে !!

—: ০ :—

অনাগত

বন্ধু, জানোকি তুমি মোর মাঝে আজি
না-বাজা সে বাজে কোন্ সুর ?—
—সীমার সীমান্ত ভেদি দূর হতে দূরে
চলিয়াছে বিপুল সুদূর !
রেণু যারা মৃত্তিকার সাথে ছিল মিশি
হাওয়া বেগে নিত্য যেত উড়ে
উন্মাদ ধারার স্রোতে যুগ যুগ ভেসে
আজি তারা লইয়াছে জুড়ে,
বাঁচিবার যথাযোগ্য বুক। আজি গড়ে
তিলে তিলে পূর্ণ মহাশিব
শ্মশানের চিতাভস্মে। অমার আঁধারে
জন্ম লভে কনক প্রদীপ
মহাপূর্ণিমার। বন্ধু, জানোকি তুমি
যে-তটিনী নিত্য ভেঙে চলে
তারি স্রোতে জেগে আছে সৃজনের সুর ;
অতলের অন্তরাল তলে
সেইই গড়িছে তার তলের বাঁধন !
নিত্য সেথা রেণু রেণু করি
জেগে ওঠে দ্বীপ, মহাদ্বীপ, মহাদেশ
কালের আঁধার বুক ভরি !
প্রমত্ত লাঞ্ছনা মিশি অবিচার স্রোতে
ভাঙিয়াছে লক্ষ রেণুকায়,
শাশ্বত প্রেরণা তাই গহীন্ অতলে
জুড়িতেছে অনন্ত ধরায় !

তার বুকে হেরি আজ মহাকাশছায়া
মহাসিন্ধু উর্ম্মি ফুঁড়ে ফুঁড়ে
শুনি নিত্য নবীনের অভঙ্গ সঙ্গীত
অখণ্ডের বুকখানি জুড়ে ;

মহাধ্বংশে মহাকাল তিরপিল হিয়া
আজি সেথা, অনাগত মহাসৃষ্টি উঠিবে জাগিয়া !!

—: ০ :—

আজ হতে শতবর্ষ আগে

আজ হতে শত বর্ষ আগে,
পুঞ্জীভূত প্রেরণার উচ্ছলিত মহা অনুরাগে
কে তুমি স্মরিলে মোরে অন্তরের অজানা নিমেষে
শত বর্ষ পরে এই বাত্যাক্ষুব্ধ মরণের দেশে ?
তোমার জীবন ভরা স্বপ্ন-রাঙা সুন্দরের গান
জীবনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মোরে তুমি দিয়ে গেছো দান
তুমি যা দেখেছো তব শান্তি-নীড় পূর্ব্বাচল ভালে
স্বপ্নাতুর পৃথিবীর কুসুমিত রূপালীর জালে,
তোমার মনের ডালা থরে থরে রেখেছিলে ভরি
ছন্দে, সুরে, রূপে রসে চিরন্তন অভিষিক্ত করি ;—
মধ্যাহ্নের খর রবি এনেছিল যেই পূর্ণতায়
রেখেছিলে মর্ম্মলোকে অনন্তের অন্তিম প্রভায় ;—
বিদায়ী দিনের গাথা সিক্ত করি দীপ্ত প্রেরণায়
তোমার জীবন-বাণী ভরি দিলে কালের ভেলায় !
তাই নিয়ে যাত্রা আমি করিয়াছি মোর চলাপথে
হে মরমী, একদিন শান্ত মোর উদয়-প্রভাতে ;
আমার প্রভাত-রবি এঁকেছিল স্বর্ণ বারতা
আমার অন্তর-পটে—সেই সত্য সুন্দরের কথা !
আমার মধ্যাহ্ন আনি দিয়ে গেল সায়াহ্নের জ্বালা,
তুমি জানিবেনা ওগো, তুমি আজ সুদূরে নিরালা।
আমার মধ্যাহ্ন ভরি কাল রুদ্র বৈশাখীর ঝড়
নির্ম্মম প্রলয় নৃত্যে ঘেরিয়াছে আজ নিরন্তর।
মোর বাণী শুনিবে যে আজ হতে শত বর্ষ পরে
তার তরে রেখে যাব নব বেদ নূতন অক্ষরে।
আসমুদ্র হিমাচল প্রতিপলে অন্তরের গতি,
আমার অতীতে আমি স্বর্গ মানি করি যে প্রণতি।

আব্রহ্ম প্রলয়াবধি লীলা মোর বক্ষোমাঝে চলে
নিমেষেতে চারিযুগ মূর্ত্ত যেন নয়ন যুগলে।
শোন স্বপ্নী, লৌহবর্ম্মে আবরিত এ বক্ষ-পঞ্জর
ঘাতে ঘাতে শিলায়িত, প্রাণ মোর বিষের বজর।
অতীতেরে গাহিবনা, সে যে আজ কাহিনীর ভাষা ;
মহাসত্য চলন্তিকা, তারি বাণী শোন সর্ব্বনাশা,—
'সমুদ্র মন্থনে' পুনঃ উঠিল যে রক্তক্ষয়ী সুধা,
তাই লয়ে দ্বন্দ্ব চলে দেবাসুরে মিটাইতে ক্ষুধা ;
বাসুকীর মুখ হতে ক্ষরিছে যে তীব্র হলাহল
নিরুপায়ে পান ক'রে নীলকণ্ঠ 'আশুতোষ' দল।
এ বাণী শুনিবে যেই আজ হতে শত বর্ষ পরে
মোর আশীর্ব্বাদ তারে দিয়ে যাব অশনি-অক্ষরে!

আজ হতে শত বর্ষ আগে

যে-তুমি স্মরিলে মোরে পরিপূর্ণ জীবনের রাগে,
প্রভাতের পুষ্পমালা-শুভ্র-বাসে সিঞ্চিত করিয়া,
যৌবনের নীল স্বপ্নে করি ভোর, সব ঢালি দিয়া
পরিতৃপ্ত বিদায়ের সোনালী আশীষ মোর শিরে
শত বর্ষ পরে এই ঊর্ম্মি-ক্ষুব্ধ জীবনের নীরে,
অন্তরের অনুরাগে হে সুন্দর, তোমারে প্রণাম,
আমার জীবন আমি তোমারই চরণে দিলাম।
তোমার আলোক-যুগে আনন্দের মধু-কুঞ্জ ছায়
আমার মনের মৃগ আজো ভোলে মৃগতৃষ্ণিকায়!
তব সহকার-শাখে কোকিলের মদির কূজন,
তপোবন-পুষ্পে ঘিরে ভ্রমরের অরোধ গুঞ্জন,
ভবন-শিখীর পুচ্ছে নব 'মেঘ-দূতে'র বোধন,
কুটীর-হরিণ চোখে প্রশান্তির পরম ছন্দন,
আজও মোর মনে পড়ে ; তারাভরা আকাশ যেমন
অনাশ্বস্ত শ্রাবণের দিকহারা ঘর-ছাড়া বায়
তরঙ্গিত নদীনীরে শত খণ্ড হয়ে ভেঙে যায়,

তোমার সকল ছবি অথির কালের শত ঘায়
দূরে অতি দূরে আজ নিমেষেতে মিলাইয়া যায় !
তথাপি দরদী, আজও লৌহযুগে করিগো প্রণাম,
আমার মনের স্বপ্ন তোমারেই বিলায়ে দিলাম।
দুর্য্যোগ-রাত্রির শেষে শান্তি-সূর্য্যে ফিরায়ে সে আনো ;
তোমার সাধনা-বহ্নি কাল অন্ধ এ যুগেরে হানো।
প্রলয়-লীলার শেষে স্ফূর্ত্ত হোক নবীন ধরণী,
রূপে, রসে, গন্ধে পুনঃ ভরে যাক্ সৃজন-তরণী !!

—:*:—

চলার পথে

বনের সুখে বাঁধলাম কিরে ঘর
যে ঘর গেল হাওয়ার মাঝে ঝরে ;
আজ্‌কে রাতে আঁধার নিরন্তর
রইব শুধু জীবন আকুল করে !
যে-গীত আজ আমার প্রাণে বাজে
তার বুকে যে ঘর-ছাড়ানোর তান,
যে-মালা আজ চোখের জলে রাজে,
গন্ধে তারি অথির সকল প্রাণ ;
আজ নিশীথের কূলে কূলে ওগো
যে-বাঁশী মোর ডাকটী দিয়ে যায়,
তার বোঝা যে সকল ধরার পারে
নামায় হোথা সুদূর কিনারায় !
মনের স্বপন জাগ্‌লো হারা দিশে,
যাই যে আমি তারই মাঝে মিশে,
এই মরণের অকূল নদীর তীরে
মণির কোঠায় ম'লাম ফণীর বিষে !

আয়রে ভোলা, নে' তোর ছেঁড়া ঝোলা
নাই যদি তোর এই ধরণীর সব,
শূন্য সাধে জীবন সিকেয় তোলা,
নেইকো কূলে বাঁশীর কলরব।
ঘরের নেশায় বাঁধিস্‌না তুই ঘর,
পথের মায়ায় প্রাণটীরে তোর বাঁধিস্‌,
সীমার বাঁধন শুধুই ভেঙে দিয়ে
অসীম তরে আপন ভুলে কাঁদিস্‌।

রক্ত-লেখা

এই পথেতে তোর সাথে মোর দেখা
হবেরে এক অচিন্ নদীর কূলে,
যেথায় আমি বাঁধব আবার ঘর
আজকে বেলার স্বপন খানি খুলে।
সেই কূলেতে আমার মনের ফুলে
পাবরে আমি কুড়িয়ে বনের ভুলে,
তোর মাঝেতে হবেরে সব জাগা
সার্থকতা চির অটুট্ মূলে।

—০*০—